দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ....
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৩ ......

NOV. 10 2002

২৪তম বিসিএস ☐ ৪৫৪০টি শূন্য পদের বিপরীতে দেড় লাখ প্রার্থী

স্টাফ রিপোর্টার ঃ ২৪তম বিসিএস পরীক্ষার জন্য এবার রেকর্ড সংখ্যক প্রায় দেড় লাখ প্রার্থী আবেদন করেছেন। সর্বমোট ৪ হাজার ৫শ' ৪০টি শূন্য পদের জন্য তারা এই আবেদন করেন। গতকাল (শনিবার) ছিল আবেদনপত্র জমাদানের শেষদিন। আবেদনপত্র জমাদানের জন্য গতকাল পাবলিক সার্ভিস কমিশন (পিএসসি) কার্যালয়ে সারাদেশের হাজার হাজার প্রার্থীর সমাগম ঘটে। আবেদনপত্র জমা দেয়ার জন্য সকাল ১০টা থেকে বিকাল ৩টা পর্যন্ত পিএসসি থেকে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় পর্যন্ত দীর্ঘ আধা কিলোমিটারের বিশাল লাইন জমে যায়। ভিড় সামলাতে পিএসসি কর্তৃপক্ষ ৪টি কাউন্টারের স্থলে ৮টি কাউন্টার খুলেও আবেদনপত্র জমা নিতে হিমশিম খান। ফলে আবেদনপত্র জমাদানের শেষ সময় বিকেল ৪টার পরেও ইফতারীর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত আবেদনপত্র গ্রহণ করতে হয়।

ইতিপূর্বে আর কখনই পিএসসিতে এতো বিপুল সংখ্যক প্রার্থী বিসিএস পরীক্ষার জন্য আবেদন করেননি। এবার ২৪তম বিসিএসের জন্য শূন্যপদ সংখ্যাও রেকর্ড সংখ্যক। এর আগে কোন বিসিএস পরীক্ষাতেই এতো বিপুল পদের জন্য

৭-এর পৃঃ ৩-এর কঃ দেখুন

২৪তম বিসিএস : দেড় লাখ প্রার্থী

৮-এর পৃষ্ঠার পর

আবেদন আহবান করা হয়নি। গত দু'বছর যাবত কোন বিসিএস পরীক্ষা অনুষ্ঠিত না হওয়ায় এবং নিয়োগ বন্ধ থাকায় এবার শূন্যপদ ও আবেদনকারীর উভয় সংখ্যাই বেড়েছে। তবে আবেদনকারীর তুলনায় শূন্যপদের সংখ্যা সর্বাধিক হওয়ায় এবার প্রতিপদের বিপরীতে গড়ে ৩৩ জন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। ২৯টি ক্যাডারের মধ্যে এবার ১৩টি সাধারণ ক্যাডারের শূন্যপদ সংখ্যা ৫১৭টি এবং ১৬টি টেকনিক্যাল। প্রফেশনাল ক্যাডারের শূন্যপদ সংখ্যা ৪ হাজার ২৩টি। এর মধ্যে সরকারী কলেজ শিক্ষক ও ডাক্তারের সংখ্যাই সর্বাধিক। শিক্ষক পদে ২৪তম বিসিএসের মাধ্যমে ২ হাজার ৩৮১ জন, ডাক্তার পদে ১ হাজার ২১৩ জন, পশু ডাক্তার পদে ১৪১ জন ও সহকারী জজ পদে ১০২ জনকে নিয়োগ করা হবে। এছাড়া সাধারণ ক্যাডারে ২শ' ম্যাজিস্ট্রেট ও ১৯৬ জন সহকারী পুলিশ সুপার নিয়োগ করা হবে। আগামী কোরবানী ঈদের পর ফেব্রুয়ারীর তৃতীয় সপ্তাহে ২৪তম বিসিএসের

প্রিলিমিনারী পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হতে পারে বলে পিএসসি সূত্রে জানা গেছে। প্রিলিমিনারী পরীক্ষায় প্রতি শূন্য পদের বিপরীতে গড়ে ৫/৬ প্রার্থীকে লিখিত পরীক্ষার জন্য বাছাই করা হতে পারে। এবার ২৪তম বিসিএসের প্রিলিমিনারী পরীক্ষা অনুষ্ঠানে ঢাকায় পর্যাপ্ত পরীক্ষার হল সঙ্কট দেখা দেয়ার সম্ভাবনা রয়েছে বলে পিএসসি কর্তৃপক্ষ আশঙ্কা করছে। কেননা সর্বশেষ ২১ ও ২২তম বিসিএসের প্রিলিমিনারী পরীক্ষায় যেখানে গড়ে পৌনে ১ লাখ করে প্রার্থী অংশগ্রহণ করেছে, সেখানে এবার এই সংখ্যা প্রায় দ্বিগুণের কাছাকাছি পৌঁছে যাবে। ২১ ও ২২তম বিসিএসে আবেদনকারীর সংখ্যাও ছিল গড়ে সর্বাধিক ৯০ হাজারের কাছাকাছি। এ বছর ২৪তম বিসিএসের জন্য পিএসসি আবেদন ফর্ম ছেপেছিল ১ লাখ ৪০ হাজার। কিন্তু গত মাসেই বিভিন্ন সোনালী ব্যাংকে এই আবেদন ফর্ম বিক্রি শেষ হয়ে গেলে পিএসসি কর্তৃপক্ষ ২২তম বিসিএসের ৩০ হাজার পুরনো ফর্ম ব্যাংকগুলোতে সরবরাহ করে। প্রতিটি ফর্ম ৫০ টাকা হিসেবে পিএসসির ফর্ম বিক্রি বাবদ এবার ৮০ লাখ টাকা এবং বিসিএস পরীক্ষার ফিস বাবদ আরও সাড়ে ৪ কোটি টাকা আয় হয়েছে। এছাড়া ব্যাংকের কমিশন আদায় হয়েছে সাড়ে ২২ লাখ টাকা এবং সরকার ভ্যাট পেয়েছে প্রায় সাড়ে ৩ লাখ টাকা। সরকারের ডাকঘর এবং বেসরকারী কুরিয়ার সার্ভিসগুলোও পিএসসিতে আবেদনপত্র পৌঁছে দিয়ে প্রচুর আয় করেছে। উল্লেখ্য, ২০০০ সালের শেষদিকে সর্বশেষ ২২তম এবং কেবল মুক্তিযোদ্ধা সন্তানদের জন্য প্রফেশনাল ক্যাডারে ২৩তম বিশেষ বিসিএস পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। এই দু'টি বিসিএসের লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হওয়ার পর ২৩তম বিশেষ বিসিএসের লিখিত পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ হলেও ২২তম বিসিএসের লিখিত পরীক্ষার ফলাফল এখনও প্রকাশিত হয়নি। ২২তম বিসিএসের লিখিত পরীক্ষার ফল ও ২৩তম বিশেষ বিসিএসের মৌখিক পরীক্ষার কার্যক্রম বর্তমানে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে বলে জানা গেছে। গত সপ্তাহে ২১তম বিসিএসের চূড়ান্ত ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে।